তারিখ ...07 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

নকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। অসদুপায় অবলম্বনের অপরাধে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড গত বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৪৩৯৩ জন পরীক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকের পরীক্ষা বাতিল এবং বাকীদের এক থেকে তিন বছরের জন্য এক্সপেল করেছে। ২৭৭০ জন গত বছর, ১৬১৩ জন চলতি বছর, ২ জন দুই বছর এবং ১ জন তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছে।

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা পাস আমাদের দেশে শিক্ষার মাপকাঠি। পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির পাসপোর্টও। ডিগ্রি ডিপ্লোমা না থাকলে জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন চাকরি জোটে না। তাই বিভিন্ন পরীক্ষা-বিশেষত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পাস করার জন্য পরীক্ষার্থীরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায়। বহুজন নকল করে। পরীক্ষায় নকল আগেও ছিল। তবে গত দুই-আড়াই দশকে নকল প্রবণতা খুবই বেড়েছে। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অসদুপায়ের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা স্কুল-কলেজ ও পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে, হলে নকল নিয়ে ঢুকছে, পরীক্ষার খাতা বদলাচ্ছে, পরীক্ষকদের বাড়ি বাড়ি ছুটছে এবং টাকার বিনিময়ে ফল পরিবর্তনে সাহায্য নিচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর।

নকল বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, শিক্ষামানের ঘটেছে নিদারুণ অবনতি। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পাঠ্য পুস্তক পড়ে না। তারা শিখছেও না তেমন কিছু।

শিক্ষার এই সমস্যা নিয়ে সর্ব পর্যায়ে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নকল রোধের। শিক্ষা বোর্ডগুলিকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সঙ্গে জড়িত সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারী-দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ক' বছরে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। শাস্তি দেয়া হয়েছে দোষী শিক্ষকদেরও। নকলকারী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল অথবা এক বা একাধিক বছরের জন্য এক্সপেল করা হয়েছে। উপরোক্ত সংবাদপত্রের আরেকটি খবরে বলা হয়েছে যে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ৮৬৪ জন ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে মেয়াদ উত্তীর্ণ নিবন্ধনপত্র, ঘষামাজা প্রবেশপত্র, ভুয়া ও জাল নিবন্ধন নম্বর, ছাড়পত্র ছাড়া বিদ্যালয় পরিবর্তন ইত্যাদি অভিযোগ ছিল। বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সেগুলি নকলপ্রবণতা কমাতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

নকলপ্রবণতা হ্রাসের জন্য নকলকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন নকলের আসল কারণগুলিও দূর করা। স্কুল-কলেজে নিয়মিত লেখাপড়া না হওয়া এবং বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিই নকলের প্রধান কারণ।

বিভিন্ন পরীক্ষা নকলমুক্ত হোক, শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিক ও পরিচ্ছন্ন হোক এবং শিক্ষামানের উন্নতি ঘটুক— দেশের মানুষ তাই চায়।